গ্রন্থপঞ্জী ঃ

প্যারেটোর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি হল ঃ

(i) কোর্সা ইকোনমিক পলিটিক (Coursa Economic Politique)
(ii) গিয়োরনাল ডেগলি ইকোনমিস্টিক (Giornal Degli Economistic)
(iii) দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোসাইটি ঃ এ ট্রিটিজ অন জেনারেল সোসিওলজি (The Mind and Society : Atreatise on General Sociology)
(iv) ম্যানুয়ল অব পলিটিক্যাল ইকনমি (Manual of Political Economy)
(v) লেটসিস্টেমস সোসালিস্ট (Let Systems Socialist)
(vi) দ্য রাইস অ্যান্ড ফল অফ এলিট্স (The Rise and Fall of Elites)
(vii) ভিলফ্রেডো প্যারেটো, সোসিওলজিক্যাল রাইটিংস (Vilfreds Pareto, Socialogical Writings)

- **প্যারেটোর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলি হল ঃ**

(a) সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি ও পদ্ধতি (Nature and Method of Sociology)
(b) যৌক্তিক এবং যুক্তিবহির্ভূত আচরণ (Logical and non-logical Action)
(c) প্যারেটোর এলিটবাদ ঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রবরগোষ্ঠীর চক্রাবর্তন (Theory of the Circulation of Elites)
(d) অবশেষ ও ব্যুৎপত্তিসমূহ (Residue and Derivation)
(e) সামাজিক ভারসাম্য (Social Equilibrium)
(f) সামাজিক উপযোগিতার মতবাদ (Theory of Social Utility)

- **যৌক্তিক এবং যুক্তিহীন ক্রিয়া (Logical and Non-logical Action) ঃ**

প্যারেটো মানবক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। একটি যৌক্তিক ক্রিয়া (logical action), অপরটি যুক্তিহীন ক্রিয়া (non-logical action)। যৌক্তিক ক্রিয়া বলতে তিনি বুঝেছেন সেইসব ক্রিয়া যা যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত। খানিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, যখন কোন ক্রিয়ার এন্ডস-মিনস (ends-means) সম্পর্ক নির্বাহক (performer) এবং পর্যবেক্ষক (observer) এই দু'য়ের দৃষ্টিতে একইভাবে বিবেচিত, তখন তাকে যৌক্তিক ক্রিয়া বলা হয়। ঠিক তেমনি যখন কোন ক্রিয়ার এন্ডস-মিনস সম্পর্ক নির্বাহক এবং পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ভিন্নভাবে ভিন্ন বিচারে বিবেচিত, তখন তাকে যুক্তিহীন ক্রিয়া বলা হয়। ফাইনারের ভাষায় "Thus the criterion as to what is logical and what is non-logical is a comparison, a comparison between the ends-means relationship as seen by the performer and as seen by the server. Where the two correspond, the action is logical. Where they fail to correspond, the action is non-logical." প্যারেটো যুক্তিক এবং যুক্তিহীন ক্রিয়ার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে র‍্যামন্ড এ্যরন বলেন, "For an action to be logical, the means-ends relation in objective reality must correspond to the means-end relation in the mind of the actor." প্যারেটোর মতে বাস্তবে যৌক্তিক ক্রিয়ার সংখ্যা খুবই কম।

Scanned with CamScanner

তাঁর realise-এ মাত্র কয়েকটি এ ধরনের ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া গেছে। যেমন ঃ তত্ত্বগঠন (formulation of scientific theory), অর্থনৈতিক ক্রিয়া (economic action) এবং আইনজ্ঞদের আচরণ (behaviour of lawyers)। তবে শেষোক্ত ক্রিয়া দুটোয় যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, এগুলো সর্বদাই যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে সম্পাদন করা হয় এমন বলা যায় না। যাই হোক, প্যারেটোর দৃষ্টিতে মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়াই যুক্তিহীন, যা নাকি পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ যুক্তির আশ্রয়ে সেগুলোকে যৌক্তিক বা ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করে থাকে এবং এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। অর্থাৎ মানুষ সব সময়ই চেষ্টা করে তার যুক্তিহীন ক্রিয়াগুলোকে যুক্তির আশ্রয়ে যৌক্তিক বলে প্রমাণ করতে, বিবেচনা করতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে। প্যারেটোর সমাজতত্ত্ব মূলতঃ এই যুক্তিহীন ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গত কারণেই তাঁর যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্যারেটোর যুক্তিহীন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যুক্তিহীন ক্রিয়া বলতে তিনি যেসব ক্রিয়া যুক্তিসম্মত নয় (non-logicals) সেইসব ক্রিয়াকেই বুঝিয়েছেন। তাই কোন ক্রিয়া যুক্তিহীন হলেও তার অর্থ এই নয় যে এটা অযৌক্তিক (illogical)। এ্যরনের ভাষায়, "In the category of non-logical actions fall all those which do not present the double characteristics of logical connexion (1) subjectively and (2) objectively, or of (3) correspondence between these two connexions." (Aron 1967)

যুক্তিহীন ক্রিয়া সম্পর্কে এ্যরনের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়াকে একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারি। যেমন ঃ

Objectively	NO	NO	YES	YES
Subjectively	NO	YES	NO	YES

উপরোক্ত ছকে বর্ণিত 'NO-NO' ধরনের ক্রিয়াটি যুক্তিহীন এ কারণে যে, এক্ষেত্রে কর্তার (actor) মনে অথবা বাস্তবে কোনখানেই ক্রিয়ার 'means'-এর সাথে 'ends'-এর কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু ক্রিয়ার 'means' এখানে এমন কোন ফলাফল (result) আনয়ন করে না যা যৌক্তিকভাবে উক্ত 'means'-এর সাথে সম্পর্কিত। এবং কর্তার মনে কোন 'end' অথবা 'means-end' সম্পর্ক, এ দু'য়ের কোনটাই থাকে না।

দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়াটি (NO-YES) সর্বব্যাপী এবং এর উদাহরণও অসংখ্য। এখানে কর্তার ক্রিয়া যৌক্তিকভাবে কোন ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং ক্রিয়াটির means এবং 'end'-এর মধ্যেও কোন যৌক্তিক সংযোগ থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্তা কল্পনা করে যে তার ইপ্সিত 'end'-এর জন্যই সে উক্ত 'means' অবলম্বন করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ যখন বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তখন তারা ধরেই নেয় যে বৃষ্টি হলে তা শুধুমাত্র তাদের প্রার্থনার জন্যই হবে। এক্ষেত্রে means-end সম্পর্ক subjectively বর্তমান কিন্তু objectively নয়। কারণ প্রার্থনার সাথে বৃষ্টির আদৌ কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই।

'YES-NO' ধরনের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ফলাফল এবং উক্ত ফলাফলের জন্য অনুসৃত 'means' যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কিন্তু কর্তা এখানে এই 'means-end' সম্পর্কের ব্যাপারে আদৌ সচেতন থাকে না। মানুষের যাবতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এই শ্রেণীতে পড়ে। যেমন, ধূলিকণা চোখে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ভেবে আমরা এমনিতেই চোখের পাতা বন্ধ করে থাকি, এক্ষেত্রে আমাদের ক্রিয়া চোখের পাতা বন্ধ করা 'objectively' যৌক্তিক কিন্তু subjectively যৌক্তিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে আমরা 'means-end' সম্পর্কের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সজাগ থাকতে পারি না। এমনকি যে মুহূর্তে ক্রিয়াটি করছি সে মুহূর্তেও নয়। মানুষের এবং সকল প্রাণীর সহজাত ধরনের সকল আচরণই কেবলমাত্র তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে এবং এসব আচরণের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত ছকে বর্ণিত 'YES-YES' ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে এই ধরনের ক্রিয়ার ফলাফল means-এর সঙ্গে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত এবং কর্তা নিজে subjectively ক্রিয়াটির means-end সম্পর্কের ব্যাপারে সজাগ থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রিয়াটির subjectively এবং objectively অনুক্রমের মধ্যে কোন মিল থাকে না। প্যারেটো মানবতাবাদী এবং শান্তিকামী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে এ শ্রেণীর যুক্তিহীন ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেছেন। যেমন, সমাজের সব দোষত্রুটি দূর করে এরা নতুন সমাজ গড়তে চায়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক বিপ্লব ঘটলেও তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের কর্ম এবং তার ফলাফলের মধ্যে একটি objective সম্পর্ক এবং কাল্পনিক শোষণহীন সমাজের সাথে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের একটা subjective সম্পর্ক বর্তমান থাকে। কিন্তু এ্যাঁরোর ভাষায় "What men accomplish does correspond to what they intended. The ends they desired to attain cannot be achieved by the means they employ. The menas they employ bad logically to certain results, but there is a disparity between the objective sequence and the subjective sequence.

প্রকৃতপক্ষে প্যারেটোর Treatise-এর মূল উপজীব্য বিষয়ই হচ্ছে উপরিবর্ণিত বিভিন্ন ধরনের যুক্তিহীন ক্রিয়া। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই যুক্তিহীন ক্রিয়াকে কিভাবে যৌক্তিকভাবে অধ্যয়ন করা যায় সে বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন।

যেমন ধরা যাক, A = Actor state of mind
B = Acts
C = Various experssions or words *i.e.* theory

যুক্তিহীন ক্রিয়াকে যৌক্তিকভাবে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হল আমরা সরাসরি কর্তার কাজ B, এবং বিভিন্ন কথা বা তত্ত্ব (উক্ত কাজ সম্পর্কিত) C সম্পর্কে জানতে পারি কিন্তু এখানে কর্তার যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটা সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে পারি না তা হল মানসিক অবস্থা। এই সমস্যাটি আবার অপর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন ঃ আমরা কিভাবে B এবং C কে, বিশেষ করে, B-কে ব্যাখ্যা করবো, যেখানে আমরা A অর্থাৎ কর্তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আদৌ জ্ঞাত নই।

এ বিষয়ে অধিকাংশ বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে প্রবণতা কাজ করে তা হল B-কে C দ্বারা অর্থাৎ কর্তার কাজকে বিভিন্ন expression বিশেষ করে কথা (words) যেমন, তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন চীনা রাজাদের বৃষ্টির আশায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাদের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাজার কাজ কি আমরা সরাসরি জানতে পারি এবং C অর্থাৎ বিভিন্ন expression কেও বুঝতে পারি। অনেক আধুনিক আবহাওয়াবিদদের মতো তারাও বিভিন্ন তত্ত্বের অথবা পরীক্ষিত ঘটনার অনুসরণ করতো। এবং দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস তাদের মনে কাজ করত যে, বিভিন্ন প্রার্থনা অনুষ্ঠান এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য অবশ্যই বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহায়ক হবে। এখানে বর্ণনাকারীগণ B-কে C দ্বারা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এভাবে আমরা যদি কর্তার কাজকে বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ দ্বারাই ব্যাখ্যা করি তবে তো যুক্তিসিদ্ধকরণের জন্য মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করবে। তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে প্রয়াসী হবো যে মানুষের কাজ সত্যিই বিভিন্ন তত্ত্ব অথবা মতবাদ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাস্তবে 'A' অর্থাৎ মানুষের মানসিক অবস্থা তার কাজ 'B' এবং expression 'C' উভয়কেই নির্ধারণ করে থাকে। প্যারেটো মানুষের মানসিক অবস্থাকে এক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভুল এবং পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য ভাবাবেগ বা sentiment শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

বলতে গেলে প্যারেটোর Treatise এর প্রথমভাগ পুরোটাই এই A, C এবং B-এর মধ্যেকার সম্পর্কের একটা চক্রাকার (cyclical) বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। সত্যিকারভাবে; তাঁর প্রথম থিসিস ছিল অত্যাবশ্যকীয়ভাবে

Scanned with CamScanner

A, C এবং B-কে নির্ধারণ করে অর্থাৎ মানুষের আচরণ যতটা না যুক্তি (logic) দ্বারা নির্ধারিত অথবা নিয়ন্ত্রিত তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ধারিত হয় তার মানসিক অবস্থা এবং ভাবাবেগ দ্বারা। সঙ্গত কারণেই মানুষের যুক্তিহীন ক্রিয়া অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি মানুষের ভাবাবেগকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

1906 সালে প্যারেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "The Mind and Society : A Treatise on General Sociology" প্রকাশিত হবার পর তাকে ইটালির ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক (Prophet of Fascism) এবং গাণিতিক সমাজতত্ত্বের (Mathematical Sociology) প্রবক্তা বলা হয়।

● **অবশেষ ও ব্যুৎপত্তি সমূহ ঃ**

ব্যক্তির অধিকাংশ আচরণ প্রকৃতিগত দিক থেকে অযৌক্তিক। কিন্তু ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, সে যে সকল কাজকর্ম ও আচরণ অনুসরণ করেন তা যুক্তিসঙ্গত। তিনি কখনই মনে করেন না যে, আবেগ দ্বারা তার আচরণ বা কাজকর্মগুলি পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত প্রথা, অভ্যাস, গোঁড়ামতবাদ, অন্ধবিশ্বাস, পূর্জাচনা, জাদুবিদ্যা প্রভৃতি অধ্যয়ন করে প্যারেটো দেখেছেন যে, ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান, বস্তু, দিন, সংখ্যা ও আচার-আচরণকে শুভ বা অশুভ বলে চিহ্নিত করেছে। ব্যক্তি এই সকল অযৌক্তিক আচরণ ও কাজকর্মকে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়ে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তি প্রথমে চিন্তাপূর্বক এইসকল অযৌক্তিক ধারণাগুলি গড়ে তোলে এবং পরবর্তিতে সে এইসকল ধারণা অনুযায়ী কাজ করে। প্যারেটোর মতানুসারে, বাস্তব হল এর বিপরীত। অর্থাৎ ব্যক্তি যে কাজ করে পরে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সুতরাং এ প্রসঙ্গে প্যারেটো দুটি মৌলিক উপাদান পর্যবেক্ষণ করেছেন।

1. মানবীয় আচরণের অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী উপাদানসমূহ ;
2. মানবীয় আচরণের পরিবর্তনীয় ও অস্থায়ী উপাদান, যার দ্বারা অযৌক্তিক আচরণকে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করা।

প্যারেটোর মতানুসারে প্রথমটি হল "অবশেষ" ("residues") এবং দ্বিতীয়টি হল "ব্যুৎপত্তি" ("derivations")। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, যৌক্তিক কর্মের তুলনায় অযৌক্তিক কর্মের উদ্দেশ্যসমূহ সমাজে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত বিষয়টিকে প্রমাণ করতে প্যারেটো "অবশেষ" এবং "ব্যুৎপত্তিসমূহের" তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন।

● **অবশেষের ধারণা (concept of residues) ঃ**

অবশেষ সমূহ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান। অবশেষ সমূহ হল ব্যক্তির আচরণের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় উপাদান এবং কর্মপ্রবৃত্তিমূলক। অধ্যাপক সরোকিন অবশেষের ধারণার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতানুসারে, মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভর করে তার প্রয়োগের প্রকৃতির দ্বারা। যে সকল ক্রিয়া বা আচরণগুলি বাস্তব জীবনে স্থায়ী সেইগুলি অনেক বেশি পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ। প্যারেটো এই সকল ক্রিয়াগুলিকে অবশেষ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে সরোকিন বলেছেন যে, "Human actions depend greatly on the character of their drives. Among these drives, the especially important are those which are relatively constant." প্যারেটো বলেছেন যে, অবশেষ কখনই অনুভূতি নয় আবার আবেগগত বিষয় নয়। এগুলি হল অনুভূতির প্রকাশক। অবশেষগুলি অনুভূতি ও কর্মের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করে। অবশেষগুলি মানুষের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু দুটি বিষয় সমার্থক নয়। অর্থাৎ অবশেষ হল মানুষের আচরণের স্থায়ী উপাদানসমূহ এবং যে সকল আচরণকে মানুষ যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে। প্যারেটোর মতানুসারে, "Residues are intermediary between the sentiments, we cannot know directly and the belief systems and acts that can be known and analyzed. These are related to man's instinct, but they

Scanned with CamScanner

do not cover all the instincts, since the method we have followed enables us to discover only those of the instincts which give rise to retionalizations."

জেটলিনের ভাষায়, "The residues are the manifestations of sentiments and instincts just as the rising of the mercury in a thermometer is a manifestation of the rise in temperature." (অবশেষসমূহ হল আবেগসমূহের প্রকাশ এবং সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ হল তাপমাত্রা মাপন যন্ত্রের মধ্যে পারদের উত্থিত রূপের মত যা তাপমাত্রার বৃদ্ধির প্রকাশ্য।)

প্যারেটো বিশ্বাস করেন যে, সমাজ হলো ভারসাম্য রক্ষার পদ্ধতি এবং ব্যক্তি বা মানুষ এই পদ্ধতির একটি অংশবিশেষ। তিনি আরও বলেছেন, মানুষেরা বিশেষ কিছু শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হল অনুভূতি। অনুভূতিকে কখনই পর্যবেক্ষণ করা যায় না বরং সময়ের সাথে ধীর গতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। তবে প্যারেটো দাবী করেছেন যে, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ও প্রভাব অবশ্যই পর্যবেক্ষণযোগ্য। এই সকল অনুভূতির প্রভাবসমূহ মানসিক স্তরে লক্ষ্য করা যায় এবং অপরিবর্তনীয় অবশেষ সামাজিক ক্রিয়ার দ্বারা বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ অবশেষ বলতে সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে বোঝায়।

- **অবশেষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of residues) ঃ**

অবশেষের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

1. অবশেষ কোন অনুভূতি বা আবেগের বিষয় নয়।
2. অবশেষ হল অনুভূতি বা আবেগের প্রকাশক।
3. অবশেষসমূহ ব্যক্তির অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত মাত্র।
4. অবশেষসমূহ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ক্রিয়া।
5. অবশেষের ক্ষেত্রে কোন যুক্তিসম্মত কারণ থাকে না।
6. অবশেষ অনুভূতিসমূহের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করে।
7. মানবিক আচরণ কম বেশি স্থায়ীভাবে অবশেষের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
8. মানবিক ক্রিয়ার ও আচরণের সাধারণ উপাদানসমূহকে অবশেষ বর্ণনা করে।
9. অবশেষসমূহকে কখনই যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।
10. অবশেষ সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।
11. সময় ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে অবশেষসমূহের পরিবর্তন হতে পারে।

প্যারেটো বলেছেন যে, অবশেষসমূহ হল সমাজতত্ত্বের মৌলিক বর্ণনাত্মক ধারণা বিশেষ। "Treatise on General Sociology" তে প্যারেটো অবশেষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, অবশেষসমূহ হল অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ কিন্তু অনুভূতির সমার্থক নয়।

- **অবশেষের প্রকারভেদ (Classification of residues) ঃ**

প্যারেটো অবশেষসমূহকে ছয়টি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন এবং সেগুলির প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কোন না কোন অনুভূতি যা আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ছয়টি ভাগ হল ঃ

(i) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃতি (Residues of Combination)

(ii) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ (Residues of Persistence of Aggregates)

(iii) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ (Residues of Menifestation of Sentiments through external activities)

Scanned with CamScanner

(iv) সামাজিকতার অবশেষ (Residues of Sociability)

(v) ব্যক্তিগত ন্যায়পরাণয়তার অবশেষ (Residues of the Integrity of Personality)

(vi) যৌন প্রবৃত্তিঘটিত অবশেষ (Residues of Sexuality)

(i) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃতি (Residues of Combination) ঃ সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তির মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা অবস্থাকে সংযুক্ত করে এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দেয়। অর্থাৎ বিভিন্ন সমরূপ বা বিরূপ উপাদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। তবে এগুলি শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহকে ভিত্তি করে অবস্থান করে। এই সকল উপাদানগুলির কোন যুক্তিসম্মত ভিত্তি নেই। যেমন—ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে আত্মার মুক্তি সম্ভব। একইভাবে স্বপ্নে প্রজাপতি দেখলে ভবিষ্যতে আনন্দ বা সুখ নিয়ে আসে।

এই সকল অবশেষকে প্যারেটো প্রথম শ্রেণীর অবশেষ বলে গণ্য করেছেন এবং রাজনীতিবিদ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ও উদ্ভাবন কর্তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অবশেষ দেখা যায়। সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তির (প্রথম শ্রেণীর অবশেষে) ক্ষেত্রে কোন যুক্তি থাকে না কিন্তু আমাদের সামাজিক আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

(ii) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ (Residues of Persistence of Aggregates) ঃ সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষের দ্বারা সামাজিক ঐক্যসাধনের ও স্থায়িত্বরক্ষার রক্ষণশীল প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। এই সকল অবশেষসমূহ সামাজিক সম্পর্ককে স্থায়িত্বতা প্রদান করে এবং সামাজিক জীবনে ব্যক্তিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষের উদ্ভব হয় বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং তা ক্রমাগত চলতে থাকে, আবার একইভাবে এই সকল অবশেষের সমাপ্তি ঘটে বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিগত কারণে। প্যারেটো সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষ বলে গণ্য করেছেন। আত্মীয় গোষ্ঠী, প্রাদেশিক গোষ্ঠী ও সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণীদের স্থায়িত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথাসমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষ। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক উত্তেজনা দেখা যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষ প্রথম শ্রেণীর অবশেষের বিপরীতধর্মী। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষ দেখা যায় ধর্মীয় যাজক সম্প্রদায়, পারিবারিক ব্যক্তি এবং একজন আদর্শ নিম্নপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে।

সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ দুটি বিষয়ে স্থায়িত্ব প্রদান করে থাকে। যেমন—(i) সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং (ii) সমাজ জীবনে ব্যক্তির আচরণকে স্থায়িত্ব প্রদান করে থাকে।

এই সকল অবশেষগুলির জন্য সমাজের সদস্যরা সম্মান অর্জন করে থাকেন। প্যারেটো দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষকে "residues of social integrity and stability" বা সামাজিক ঐক্যতা ও স্থায়িত্বতার অবশেষ বলেছেন। তিনটি স্তরে এই সকল অবশেষ সম্পর্ক রক্ষা করে।

1. মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।
2. মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক।
3. জীবন্ত ব্যক্তির সঙ্গে আত্মার বা মৃতের সম্পর্ক স্থাপন।

(iii) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ (Residues of Menifestation of Sentiments through external activities) ঃ অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ মানুষকে আত্মপ্রকাশে প্রণোদিত করে। এই শ্রেণীর অবশেষ ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের অপ্রকাশিত ইচ্ছাকে বাহ্যিক আচরণ ব্যাখ্যা করে। ধর্মীয় আবেগ ও পূজার্চনার মাধ্যমে এই সকল অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করে। একইভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আনন্দ ও উৎসবের মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণীর অবশেষ প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন করা হয় তা তৃতীয় শ্রেণীর অবশেষের অংশবিশেষ।

Scanned with CamScanner

(iv) সামাজিকতার অবশেষ (Residues of Sociability) ঃ সামাজিকতার অবশেষ হল সমাজ গঠন ও একই ধরনের আচরণ পদ্ধতি গড়ে তোলার তাড়না। চতুর্থ শ্রেণীর অবশেষের অস্তিত্বের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিসমূহ সামাজিক জীবে পরিণত হয়। এর প্রধান কারণ হল সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধ অনুযায়ী নিজেদের আচরণকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তন করে থাকে। এই সকল অবশেষ সমূহ সমষ্টিগত জীবন গঠন করতে সাহায্য করে। সহযোগিতা, দয়া, ভয়, সহানুভূতি প্রভৃতি হল চতুর্থ শ্রেণীর অবশেষের অস্তিত্বের ফলাফল। সামাজিক সংগঠনে এই শ্রেণীর অবশেষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(v) ব্যক্তিগত ন্যায়পরাণয়তার অবশেষ (Residues of the Integrity of Personality) ঃ ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতার অবশেষে তারই মাধ্যমে ফৌজদারী আইনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে। তাই বলা যায়, পঞ্চম শ্রেণীর অবশেষ হল, "the defense of integrity and development of personality" অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীর অবশেষের দ্বারা ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ও ঐক্যমত্যতার প্রতিরক্ষা সম্ভব হয়। এই শ্রেণীর অবশেষ অনুভূতির প্রকাশ করে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা পঞ্চম শ্রেণীর অবশেষের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। সামাজিক ঐক্য ও ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় এই সকল অবশেষের মাধ্যমে। উচ্চমানের নৈতিকতা রক্ষার্থে পঞ্চম শ্রেণীর অবশেষ সাহায্য করে থাকে।

(vi) যৌনপ্রবৃত্তি ঘটিত অবশেষ (Residues of Sexuality) ঃ এই ষষ্ঠ শ্রেণীর অবশেষ হল বিশেষ প্রকারের মানবিক অবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তি যৌন আচরণ পরিচালনা করে। যৌনপ্রবৃত্তি ঘটিত অবশেষ সমূহ যৌন সম্পর্ককে স্থায়িত্ব প্রদান করে এবং তা অনুসরণ করতে সাহায্য করে। এই সকল অবশেষ যৌন আবেগকে প্রকাশ করে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ এই সকল অবশেষ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যৌন প্রবৃত্তি ঘটিত অবশেষ সমূহ জটিলতার সমাবেশ কারণ সামাজিক জীবনে বহু যৌন নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করা হয়।

● ব্যুৎপত্তিসমূহ (Derivations) ঃ

ব্যুৎপত্তিসমূহ হল অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উপাদান। এগুলি হল অযৌক্তিক আচরণের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান, যেমন—চৈনিক খাদ্য পছন্দ করা হল ব্যক্তিগত রুচির বিষয়। কিন্তু চৈনিক খাদ্যরসিক ব্যক্তি যদি সেই খাদ্যের উৎকর্ষজ্ঞাপক ব্যাখ্যা প্রদান করে, তবে তা হলে ব্যুৎপত্তিসমূহ গড়ে ওঠে মানুষের আচরণ সংক্রান্ত যুক্তি, বিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক ও আদর্শগত সমর্থন খোঁজার মাধ্যমে। প্যারেটোর মতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানবীয় আচরণ সংক্রান্ত ধারণা ও তত্ত্বাবলীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেভাবে গ্রহণ না করে বরং এসকল ধারণা ও তত্ত্বাবলীর মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তার আচরণের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে তার অন্বেষণ করবে। সুতরাং ব্যুৎপত্তির উদ্ভব তখনই সম্ভব যখন কোনো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা আরোপিত হয়। প্যারেটোর মতানুসারে, ব্যুৎপত্তি হলো সেই সকল বিষয় যার সাহায্যে কোনো বিশেষ চাহিদা, প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও প্রথার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যায়। মানুষ প্রতিটি কার্যের জন্য যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেষ্টা করেন। এই কারণে সমাজতাত্ত্বিক P.A. Sorokin অবশেষসমূহকে "Speech reactions" বা বাক্ প্রতিক্রিয়া বলেছেন।

● ব্যুৎপত্তিসমূহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Derivations) ঃ

(১) ব্যুৎপত্তিসমূহ অবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যুৎপত্তি সেইসকল ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করে যেগুলি অবশেষের দ্বারা প্রভাবিত।

(২) ব্যুৎপত্তি হলো অযৌক্তিক ক্রিয়া এবং ঘটনা। এগুলিকে গ্রহণ করা হয় আবেগ ও অনুভূতির মাধ্যমে।

(৩) অবশেষের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ব্যুৎপত্তিসমূহ অনেক বেশি পরিবর্তনশীল ও স্থিতিস্থাপক।

(৪) ব্যুৎপত্তি বাস্তবতাকে গোপন করার চেষ্টা করে।

Scanned with CamScanner

(৫) ব্যুৎপত্তি কখনই অনুভূতির বিষয় নয় আবার যুক্তিসম্মত বিষয় নয়।

(৬) ব্যুৎপত্তি হলো সেই সকল কারণ যার সাহায্যে কোনো বিশেষ আচরণের চাহিদা, প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও প্রথা অনুসারে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়।

● **ব্যুৎপত্তির প্রকারভেদ** (Types of Derivations) প্যারেটো ব্যুৎপত্তি সমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(i) নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি (Derivations of Assertion);

(ii) কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি (Derivations of Authority);

(iii) অনুভূতি ও নীতিসমূহের অনুসারী ব্যুৎপত্তি (Derivations that are accosd with sentiments);

(iv) বাচনিক প্রমাণঘটিত ব্যুৎপত্তি (Derivations of varbal proofs)।

(i) নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি (Derivations of Assertion) ঃ

নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তির মধ্যে ঘটনা ও অনুভূতিসংক্রান্ত দৃঢ়কথন অন্তর্ভুক্ত থাকে। এইসকল অনুভূতির বিষয়সমূহ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণযোগ্য নয়। নিশ্চিত উক্তিঘটিত ব্যুৎপত্তি সমূহকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। এই শ্রেণীর ব্যুৎপত্তিসমূহ প্রথম শ্রেণীর অবশেষের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন—একজন বিজ্ঞানী জ্ঞানের চাহিদাকে পূরণ করবার জন্য দীর্ঘক্ষণ কাজ করছেন। সেই বিজ্ঞানী নিজেকে একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তি মনে করেন কারণ তিনি সত্যের জন্য কাজ করছেন। কিন্তু প্যারেটোর মতানুসারে ব্যক্তিটির মধ্যে অযৌক্তিক অনুভূতি রয়েছে। কারণ ব্যক্তিটির মধ্যে নিশ্চিতভাবে কিছুটা ঘটনা এবং কিছুটা অনুভূতির দৃঢ়কথন বর্তমান। একে প্যারেটো 'Mixed Affirmations'' বলেছেন।

(ii) কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি (Derivations of Authority) ঃ

কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি সেই সকল কর্তৃত্বকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তিনির্ভর, গোষ্ঠীনির্ভর, প্রথা নির্ণয় বা দৈব নির্ভর হতে পারে। যে সকল ব্যুৎপত্তিসমূহ বিশেষ কোনো ক্ষমতা ও শক্তির দ্বারা স্বীকৃত হয় তাদের কর্তৃত্ব বলা হয়। এই শ্রেণীর কর্তৃত্বের সম্পর্কের সঙ্গে অনুভূতির নিকট সম্পর্ক রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অবশেষের সঙ্গে কর্তৃত্বঘটিত ব্যুৎপত্তি সমূহ ব্যবহৃত হয়।

(iii) অনুভূতি ও নীতিসমূহের অনুসারী ব্যুৎপত্তি (Derivations that are accosd with sentiments) ঃ

সাধারণ ভাবপ্রবণতা অনুসারী ব্যুৎপত্তিসমূহ প্রধানত আবেগের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ এবং দার্শনিক আহ্বান নির্ভর। এগুলি হল আবেগ, সমবেত স্বার্থ, যুক্তিসম্মত বিষয় যেমন আইন ও ন্যায়পরায়ণতা, অধিবিদ্যক ধারণা, যথা—সামাজিক সংহতি, প্রগতি, মানবতা প্রভৃতি। এই ধরনের ব্যুৎপত্তিসমূহ তখন দেখতে পাই যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(iv) বাচনিক প্রমাণঘটিত ব্যুৎপত্তি (Derivations of varbal proofs) ঃ

বাচনিক প্রমাণঘটিত ব্যুৎপত্তিসমূহ রূপক বা উপমা হিসাবে প্রকাশিত হয়। বাচনিক প্রমাণঘটিত ব্যুৎপত্তি বাস্তবতা নির্ভর। কিন্তু এই সকল ব্যুৎপত্তি ব্যবহৃত হয় কোনো বিষয়কে প্রমাণ করতে। রাজনৈতিক ভাষণের ক্ষেত্রে এই ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করা যায় বাচনিক প্রমাণের ক্ষেত্রে। বাচনিক প্রমাণসমূহ প্রধানত অযৌক্তিক বিষয়। এই শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি মূলত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুসারী। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারেন।

প্যারেটোর ব্যুৎপত্তি সমূহ সম্পর্কে Raymond Aron বলেছেন, "Pareto's theory of derivations is a contribution to the psychology of interpersonal and inter-group relations, especially in the field of politics."

Scanned with CamScanner

● **অবশেষ ও ব্যুৎপত্তির সম্পর্ক (Relationship between resideces and derivations) ঃ**

প্যারেটোর মতানুসারে অবশেষ ও ব্যুৎপত্তিসমূহের সামাজিক আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই অবশেষ একাধিক ব্যুৎপত্তি বা বিশ্বাসের পদ্ধতি সৃষ্টি করতে পারে। অবশেষ ও ব্যুৎপত্তি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। অবশেষ প্রধানত সকল সমাজেই উপস্থিত। সমাজের প্রকৃতি অনুসারে এই সকল অবশেষ সমাজভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে অবশেষ সম্পর্কিত এবং সকল সময় এই সকল অবশেষ সমূহ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। অবশেষের তুলনায় ব্যুৎপত্তি মানব আচরণকে কম প্রভাবিত করে।

● **সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চক্রাকারে আবর্তন (Circulation of Elites) ঃ**

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় "সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ" (elite) ধারণাটি বিশেষভাবে প্রচলিত। প্যারেটো সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের চক্রাকার আবর্তন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। প্যারেটোর মতানুসারে প্রতিটি সমাজে কতগুলি সামাজিক শ্রেণী বর্তমান এবং যাদের মধ্যে অবশ্যই বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বিচিত্রতা সৃষ্টি রয়েছে মানসিক, নৈতিকতা, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক কারণে, যা ভবিষ্যতে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্যারেটোর মতানুসারে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসম শারীরিক ক্ষমতা বুদ্ধিমত্তা ও মূল্যবোধ রয়েছে। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই সকল গুণাবলী রয়েছে। প্যারেটোর মতানুসারে, যে সকল ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে বা গোষ্ঠীতে সবচেয়ে বেশি দক্ষ তাদের "সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি" বা Elite বলা হয়। এ প্রসঙ্গে প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, "a class of the people who have the highest indices in their branch of a activity."

প্যারেটো বিশ্বাস করেন যে, "সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ" অবশ্যই সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসক সম্প্রদায়, যাদের বিশেষ কিছু গুণাবলী রয়েছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা বর্তমান। প্যারেটোর ভাষায় "By elite, we mean the small number of individuals who, in each sphere of activity, have succeeded and have arrived at a higher echelon in the professional hierarchy." ("সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বলতে খুব স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে বোঝায় যারা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাফল্য")। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সফল ব্যবসায়ী, সফল উকিল, সফল শিল্পী, সফল লেখক, সফল অধ্যাপক প্রভৃতি। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

1. শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (a governing elite)।
2. অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (non-governing elite)।

শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশশাসনের কাজে ভূমিকা পালন করেন। অপর দিকে অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গরা কখনই দেশ শাসনের কাজে অংশগ্রহণ করেন না। এই সকল অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শিল্পকলা, সাহিত্য, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। প্যারেটো তাঁর তত্ত্বে শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাঁরা সমাজে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও মর্যাদা উপভোগ করেন। কিন্তু অশাসক সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। তবুও সমাজে যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত।

● **সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Elites) ঃ**

(1) যে সকল ব্যক্তিবর্গ শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় তারা সাধারণ ব্যক্তি (non-elite);

Scanned with CamScanner

(2) সমগ্র বিশ্বের সকল সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গদের উপস্থিতি রয়েছে। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ধারণা বৈশ্বজনীন এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

(3) সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের দখলে রাখেন।

(4) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য বজায় রাখেন।

(5) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রচেষ্টা করেন যে সাধারণ ব্যক্তিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে না পারেন।

(6) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, ক্রমাগত ঊর্ধ্বোমুখী ও অধঃমুখী চক্রাকার আবর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অথবা সর্বশেষ্ঠ ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগঠিত হয়।

প্যারেটোর মতে প্রতিটি সমাজে দুটি স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, যারা দুটি ভাগে বিভক্ত; যথা—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। অপরদিকে নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ব্যক্তিবর্গ।

প্যারেটোর মতে, "It will help if we further divide that (elite) class into two classes : a governing elite, comprising individual who directly or indirectly play some considerable part in government, and a non-governing elite, comprising the rest." ("সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ একটি হল শাসক সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যারা সরকারি কাজকর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং অপরটি হল অশাসক সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যারা সরকারি শাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত নন")।

প্যারেটো বিশ্বাস করতেন যে, শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শৃগালের ন্যায় প্রতারণা এবং সিংহের ন্যায় বলপ্রয়োগের দ্বারা সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রত্যেক সমাজেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে ক্রমাগত উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে এবং নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে চক্রাকারে আবর্তন চলতে থাকে। সুতরাং পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আসন নতুন নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ক্রমাগত চক্রাকার আবর্তন সামাজিক পদ্ধতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। যার ফলে উন্নত বুদ্ধিমত্তার ঊর্ধ্বমুখী সচলতা সম্ভব হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের চক্রাকার আবর্তনকে প্যারেটো দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

1. বিভিন্ন শ্রেণীর শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবর্তন এবং

2. সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চক্রাকার আবর্তন। এক্ষেত্রে নিম্নস্তর থেকে কোন ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল করেন অথবা নিম্নস্তরের কোন ব্যক্তি নতুন দল গঠন করে, সেই দলটি সংগ্রাম করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করে।

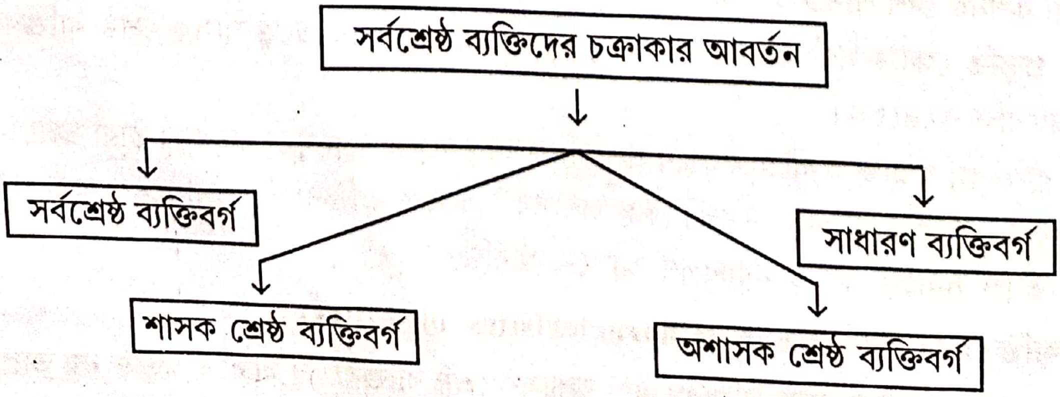

Scanned with CamScanner

প্যারেটোর মতে মানুষ বুদ্ধিমত্তায়, নৈতিকতায় অথবা দৈহিক কাঠামো এবং দক্ষতায় সমরূপ নয়। অর্থাৎ মানব সমাজ হচ্ছে বৈচিত্র্যময় গুণাগুণ সম্বলিত বিভিন্ন ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠীর একটি সম্মিলিত চেহারা। কোন একটি সমাজ অথবা গোষ্ঠীর ভিতর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কিছু কিছু লোক অন্য সবার চেয়ে অধিকতর যোগ্য এবং এই যোগ্যতার প্রশ্নটি সমাজজীবনের যে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; রাজনীতিই হোক, ব্যবসাই হোক আর শিক্ষাই হোক। সমাজজীবনের যে কোন ক্ষেত্রে হোক না কেন, যারা সর্বাধিক বেশী যোগ্য, তাদেরকেই প্যারেটো 'এলিট' বা 'প্রবর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। জেটলিনের (I. M. Zeithin) ভাষায়, "Thus the elite of a society consists of those with the highest indices in their branches of activity." প্যারেটোর মতে সমাজজীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মানব সমাজকে উৎকৃষ্টতর স্তর (superior stratum) এবং নিম্ন বা সাধারণ স্তর (lower stratum) এই দু-ভাগে ভাগ করা চলে। উৎকৃষ্ট স্তরকে এলিট এবং নিম্ন বা সাধারণ স্তরকে নন-এলিট বলা হয়েছে। এলিট শ্রেণীকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—শাসনকারী এলিট (Governing elite) এবং অশাসনকারী এলিট (Non-governing elite)।

শাসনকারী এলিট তাদেরকে বলা হয়েছে যারা শাসনব্যবস্থা এবং শাসনক্ষমতা প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন ভূমিকা পালন করে। এলিট শ্রেণীর ভেতরে যারা সরকার ও শাসনের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ভূমিকা পালন করে না বা করতে পারে না, তারা অশাসনকারী এলিট হিসেবে চিহ্নিত। উল্লেখ্য প্যারেটো এলিট শ্রেণীদ্বয়কে যথাক্রমে শাসক এবং শাসিত (rulers and ruled) এই দুই শ্রেণীতে চিহ্নিত করে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালের আগে বামফ্রন্ট সরকার ছিল শাসনকারী এলিট এবং তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বিজেবি ছিল অশাসনকারী এলিট। 2011 বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেস শাসনকারী এলিট এবং বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং বিজেপি অশাসনকারী এলিট এবং সাধারণ জনগণ নন-এলিট হিসেবে চিহ্নিত।

প্যারেটো কতগুলি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যেমন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের পদচ্যুতি ঘটে বা সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের চক্রাকার আবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। উক্ত প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্যারেটো বলেছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মনোস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রধান কারণ প্যারেটো এক্ষেত্রে "অবশেষ সমূহের' (Residues) ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন, প্যারেটোর মতে, "অবশেষ সমূহ" হল কতগুলি গুণাবলীর সমন্বয়, যার দ্বারা একজন ব্যক্তি জীবনে সফল হতে পারেন। প্যারেটো মোট ছয়টি অবশেষ উল্লেখ করেছেন ঃ

১) সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তি, যার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা অবস্থাকে সংযুক্ত করে এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দেয়;

২) সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ, যার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যসাধনের ও স্থায়িত্বরক্ষার রক্ষণশীল প্রবণতার প্রকাশ ঘটে;

৩) অনুভূতির অভিব্যক্তির অবশেষ যা মানুষকে আত্মপ্রকাশে প্রণোদিত করে;

৪) সামাজিকতার অবশেষ, অথবা সমাজগঠন ও একই ধরনের আচরণ পদ্ধতি গড়ে তোলার তাড়না;

৫) ব্যক্তিগত ন্যায় পরায়ণতার অবশেষ, যার ফলে ফৌজদারী আইনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে; এবং

৬) যৌন প্রবৃত্তি ঘটিত অবশেষ।

Scanned with CamScanner

প্যারেটো বলেছেন যে, সংযোগ স্থাপন করার প্রবৃত্তি (residures of combination) অর্থ হল প্রতারণা বা চতুরতা (cunning) এবং সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষের (residues of persistence of aggregates) অর্থ হল বল প্রয়োগের (forces) ক্ষমতা। ম্যাকিয়াভেলির অনুকরণে প্যারেটো। এদের যথাক্রমে "শৃগাল" এবং "সিংহ" বলে অভিহিত করেছেন। সমাজের এই দুই প্রকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো "Speculators" এবং "Rentiers" বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ একশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শৃগালের ন্যায় চতুরতা এবং অপর শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সিংহের ন্যায় বলপ্রয়োগ করে শাসন করে থাকেন।

সংযোগস্থাপন করার প্রবৃত্তি (residues of combination) দ্বারা শৃগালের (foxes) ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রতারণা ও প্রচারের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা নানা ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা শুরু করে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক রফার দ্বারা রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস করে। অপর দিকে সমষ্টির স্থায়িত্বের অবশেষ (residues of persistence of aggregates) দ্বারা সিংহের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বিরোধী পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। এরা হলেন অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এরা পরিবার, গোষ্ঠা, অঞ্চল ও দেশের প্রতি আনুগত্য দেখায়। এরা বিশ্বাস ও আদর্শের দ্বারা চালিত। এরা শ্রেণীগত একতা, জাতীয়তা ও ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এরা প্রয়োজন মত বলপ্রয়োগ করতে ভয় পায় না বা দ্বিধা করে না। এরা বল প্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। প্যারেটো সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "people who possess in a marked degree the qualities of intelligence, character, skill, capacity, of whatever kind; that there are two kinds of elite : that the two groups are disjunctive of any given time, and that there is an up and down circulation of the elite. But aristocracies with the governing elite at the top, do not last. The Athenian aristocracy of the elite passed away without leaving descendants. In Germany the aristocracy of the present day is very largely made up of descendants of vassals of the lords of old."

প্যারেটো এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, "...ইতিহাস অভিজাত তন্ত্র সমূহের কবরখানা" ("History is the grave-yard of Aristocracy")। অর্থাৎ অভিজাততন্ত্র কখনই স্থায়ী হয় না। এর প্রধান কারণ হল সামাজিক ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার ফলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম গুণাবলী জড়ো হওয়া এবং অপরদিকে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম গুণাবলী জড়ো হওয়া।

উর্ধ্বমুখী ও অধঃমুখী সচলতার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করেন। প্রথমত, সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসাধারণ গুণাবলী সংগ্রহ হলে তারা সহজেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করেন। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের দ্বারা সমগ্র শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও ক্ষমতা হ্রাস করা সম্ভব হয়। প্যারেটোর মতানুসারে সুস্থ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তন অপরিহার্য। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তন সম্পর্কে প্যারেটো বলেছেন, "By the Circulations of elites, the governing elite is in a state of continuous and slow transformation. It flows like a river, and what it is today is different from what it was yesterday. Every so often there are sudden and violent disturbances. The river flouds and breaks its banks. Then afterwards, the new governing elite resumes again and slow process of self-transformation. The river returns to its bed and once more flows freely

Scanned with CamScanner

on.” (শ্রেষ্ঠত্বের আবর্তনের মাধ্যমে শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ক্রমাগত পদ পরিবর্তন হয়ে থাকে। নদীর জলের ন্যায় দিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। প্রতিটি পর্যায়ে বিশেষ কিছু আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যেমন বন্যায় নদীর তীর যেমন ভেঙে যায় তেমনি নতুন শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ধীর গতিতে সামাজিক গঠন পুনর্গঠিন সম্ভব হয়। আবার পুনরায় নদী তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়।

সমালোচনা ঃ প্যারেটোর তত্ত্বটি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনের তত্ত্বে প্যারেটো শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলীর পরিমাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরব। শ্রেষ্ঠত্বের অবক্ষয়ের পরিমাপের ব্যাখ্যা প্যারেটো তাঁর তত্ত্বে উল্লেখ করেননি। শ্রেষ্ঠত্বের আবর্তনের তত্ত্বে প্যারেটো।

অবশেষের ধারণা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। মিসেলের মতে প্যারেটোর তত্ত্বটির প্রধান দুর্বলতা হল যে, এটি বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।

উক্তি দুর্বলতাগুলি থাকা সত্ত্বেও প্যারেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনের তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

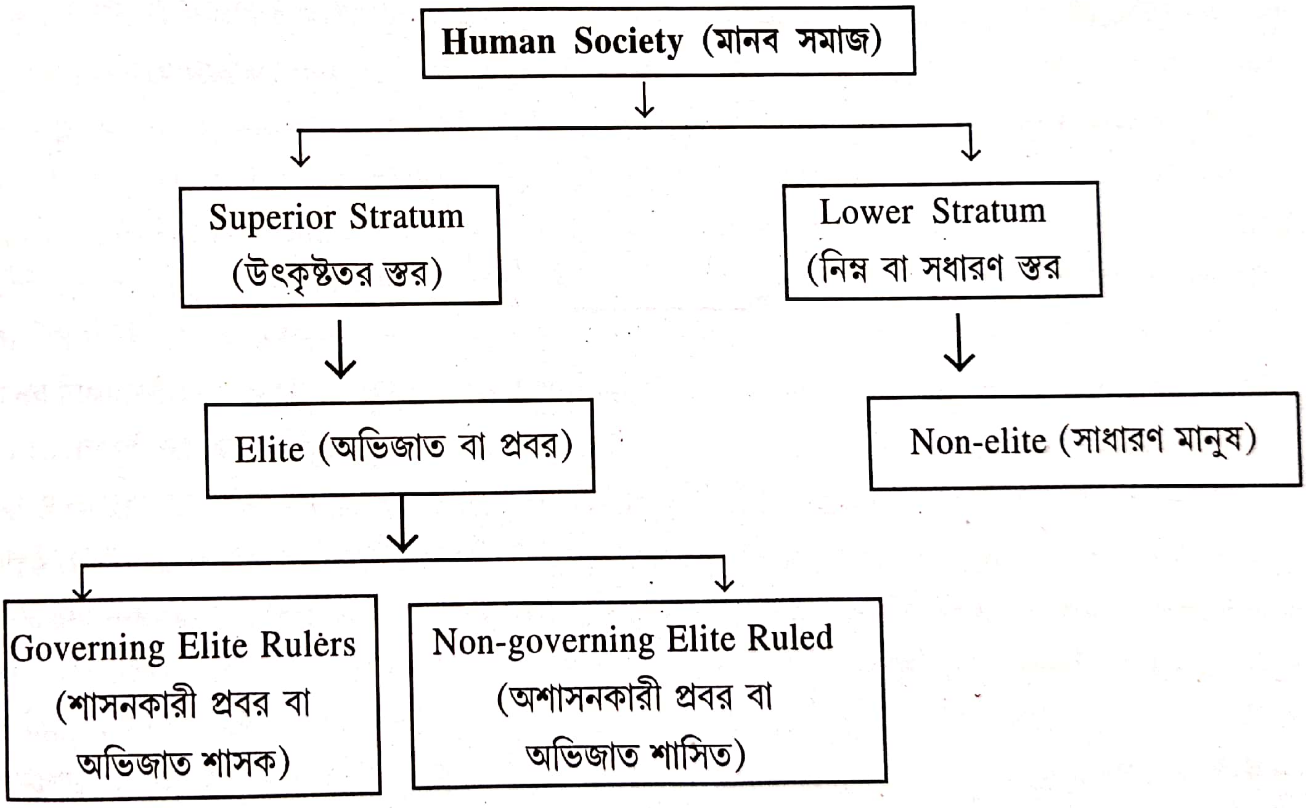

প্যারেটের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

(১) তিনি তাঁর treatose-এর কোথাও পূর্বসূরা কোন সমাজ বিজ্ঞানীর কথা উল্লেক করেননি। এই ভেবে যে তাঁর কেউই তাঁদের গবেষণায় Logic-exprimental method (যৌক্তিক পরীক্ষণ পদ্ধতি) অনুসরণ করেননি। প্যারেটোর এ ধরনের অহমবোধের জন্য সমাজবিজ্ঞানে তাঁর অবদান বেশী স্থায়ী হয়নি। প্যারেটোর বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত ত্রুটির অভিযোগ আনা হয়েছে কারণ ‘Sentiment’ (ভাবাবেগ), ‘interest’ (আগ্রহ), insinet’ (সহজাত প্রবৃত্তি), ‘values’ (মূল্যবোধ), ‘residues’ (অবশেষ) ইত্যাদি প্রত্যয়সমূহের সঠিক এবং সুস্পষ্ট সংজ্ঞা তিনি দিতে পারেননি। জেটলিনের ভাষায় “Sentiment” and “residues” are vague and crude concept.”

Scanned with CamScanner

(২) প্যারেটো যে বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর 'treatise' লেখা শুরু করেছেন তা হল মানবক্রিয়া সাধারণতঃ যুক্তিহীন কিন্তু তিনি তাঁর আলোচনার কোথাও কোন ক্রিয়া কি ধরণের পরিস্থিতিতে কতটুকু এবং কিভাবে যুক্তিহীন যে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি।

(৩) তিনি রেথিডিউকে 'মানবক্রিয়ার নির্ধারক হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু একটি অপরিবর্তনশীল উপাদান হিসেবে রেসিকিউ কিভাবে মানুষের ক্রমবিবর্তনীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে পারে এটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন।

(৪) প্যারেটো যেভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকে সংগায়িত করেছেন সে অনুসারে আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে মানুষের অনেক ক্রিয়া যৌক্তিক বলে বিবেচিত হতে পারে অথচ তিনি তাঁর treatise-এ মাত্র গুটিকতক এ ধরনের ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন।

যাইহোক, এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও প্যারেটোর কর্ম আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। System of Social equilibroum (সামাজিক ভারসাম্যের পদ্ধতি) সম্পর্কে তাঁর ধারণাসমূহ সমাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এছাড়াও তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয়সমূহ এবং এলিট আবর্তন তত্ত্ব বহুলাংশেই মৌলিকত্বে মূল্যায়িত।

Scanned with CamScanner

(২) প্যারেটো যে বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর 'treatise' লেখা শুরু করেছেন তা হল মানবক্রিয়া সাধারণতঃ যুক্তিহীন কিন্তু তিনি তাঁর আলোচনার কোথাও কোন ক্রিয়া কি ধরণের পরিস্থিতিতে কতটুকু এবং কিভাবে যুক্তিহীন যে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি।

(৩) তিনি রেথিডিউকে 'মানবক্রিয়ার নির্ধারক হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু একটি অপরিবর্তনশীল উপাদান হিসেবে রেসিকিউ কিভাবে মানুষের ক্রমবিবর্তনীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে পারে এটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন।

(৪) প্যারেটো যেভাবে যৌক্তিক ক্রিয়াকে সংগায়িত করেছেন সে অনুসারে আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে মানুষের অনেক ক্রিয়া যৌক্তিক বলে বিবেচিত হতে পারে অথচ তিনি তাঁর treatise-এ মাত্র গুটিকতক এ ধরনের ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন।

যাইহোক, এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও প্যারেটোর কর্ম আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। System of Social equilibroum (সামাজিক ভারসাম্যের পদ্ধতি) সম্পর্কে তাঁর ধারণাসমূহ সমাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এছাড়াও তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয়সমূহ এবং এলিট আবর্তন তত্ত্ব বহুলাংশেই মৌলিকত্বে মূল্যায়িত।

This text is for students study purpose only.

Scanned with CamScanner